জুলাই অভ্যুত্থানের প্রত্যাশা পূরণ করতে হবেই : জবি উপাচার্য

জবি প্রতিনিধি

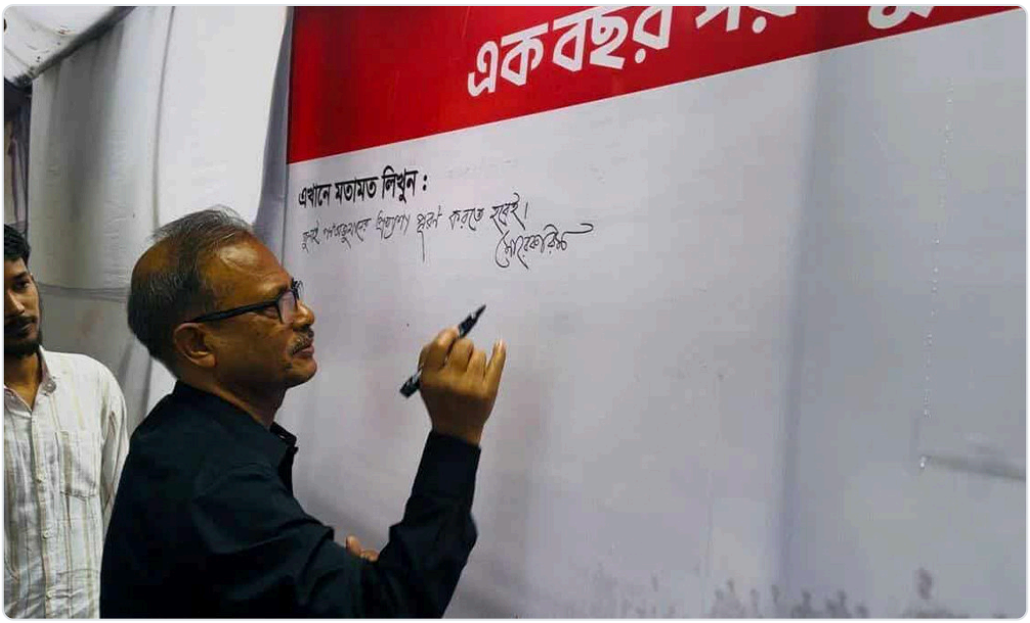

সংগৃহীত ছবি

বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের (বাগছাস) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) শাখার ‘জুলাই দেওয়াল স্মৃতি লিখন’ কর্মসূচিতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রেজাউল করিম লিখেছেন, ‘জুলাই অভ্যুত্থানের প্রত্যাশা পূরণ করতে হবেই।’

মঙ্গলবার (৮ জুলাই) ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থান’ নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের প্রাপ্তি, আক্ষেপ ও পরামর্শ জানতে চেয়ে বাগছাসের এ কর্মসূচির উদ্বোধনীতে এ কথা লেখেন উপাচার্য।

এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যোপক ড মো. রইছ উদ্দীন, গবেষণা পরিচালক অধ্যাপক ড. ইমরানুল হক উপস্থিত ছিলেন।

অধ্যাপক রইছ উদ্দিন লেখেন, ‘প্রাপ্তি বলতে স্বস্তির নিঃশ্বাস, আক্ষেপ হলো জুলাই যোদ্ধাদের অনৈক্য, প্রত্যাশা হলো

ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে সবার ঐক্যমত।

,

ন

পাবিপ্রবি লেকে মাছের পোনা অবমুক্ত করল বসুন্ধরা শুভসংঘ

অধ্যাপক ইমরানুল হক লেখেন, ‘জুলাই মানে গণজাগরণ, জুলাই মানে অনুপ্রেরণা; এসেছি যতদূর যেতে হবে বহুদূর।’

জবি বাগছাসের সেক্রেটারি মো. শাহিন মিয়া বলেন, ‘শুরু থেকেই জুলাই কেন্দ্রীক কিছু করার পরিকল্পনা ছিল। তারই ধারাবাহিকতায় এ আয়োজন করা হয়েছে।’

এ বিষয়ে জুলাইকে অস্তিত্বের প্রতীক বলে শাখা বাগছাস সভাপতি মো. ফয়সাল মুরাদ বলেন, ‘প্রায় ১ হাজার ৬০০ শহীদ ও হাজারো আহতের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের ১৬ বছরের শাসনের অবসান ঘটিয়েছি।

আমাদের সকল কার্যক্রমে জুলাইকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই। ‘জুলাই স্মৃতি দেওয়াল লিখন’ তারই একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।’

সকল ছাত্র সংগঠন ও শিক্ষার্থীদের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণের কথা জানিয়ে তিনি আরো বলেন, ‘জুলাই গণঅভ্যুত্থান নিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থী, বিভিন্ন রাজনৈতিক ছাত্রসংগঠনের এবং সামাজিক-

সাংস্কৃতিক সংগঠনের সদস্যরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের প্রাপ্তি, আক্ষেপ ও পরামর্শ লিখে গিয়েছেন।